W.B. Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

99

First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at PS.

1. Dist Purulia Sub Divn. Purulia Sadar P.S. Purulia (T). Year 2017 FIR No. 199/17 Date 16/12/17
2. i) Act I.P.C Sections 498A/506 ii) Act .... Sections ....
iii) Act .... Sections .... iv) Other acts & Sections ....
3. a) General Diary Reference : Entry No 941 Time 19:15 hrs.
b) Occurrence of Offence : Day After 06 (Six) months from her marriage dated - 09/05/2014 Date .... Time ....
c) Information received Date 16/12/17 Time 19:15 hrs G.D. No. 941 at the P. S.
4. Type of Information.: Written/Oral
5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S. Matrimonial house at Sedhi, PS - Joypur,
b) Address Dist :- Purulia.
.... Beat No. ....
c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P. S. Joypur, District - Purulia.
6. Complainant / Informant :
a) Name : Smt. Mallica Das.
b) Father's / Husband's Name w/o Sri Tapan Kr. Das.
c) Date / Year of birth Not noted d) Nationality Indian.
e) Address Vill + P.O - Sedhi, PS - Joypur, Dist :- Purulia A/P - Shobghata, PS - Purulia (T) Dist - Purulia
7. Details of known/suspected/unknown/accused with full particulars
(Attach separate sheet, if necessary) :
1) Sri Tapan Kr. Das. S/o Sri Noben Ch. Das.
2) Sri Noben Ch. Das S/o Not noted.
3) Smt. Thula Das. w/o Sri Noben Ch. Das
4) Smt. Anjana Das. D/o Sri Noben Ch. Das.
All of Vill + P.O - Sedhi, PS - Joypur.
Dist :- Purulia.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant X
9. Prticulars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required): X
10. Total value of properties stolen/involved : X
11. Inquest report/U.D. Case no., if any : X
12. FIR Contents : (Attach separate sheets, if required) The original written complaint which has been treated as F.I.R is attached herewith.

Nitish Goswami
SI of Police, Purulia (T) PS
16/12/17
Officer-in-Charge
Purulia Town P.S.
Purulia

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498A/506 IPC
registered the case and took up the investigation/directed ASI SK Borjahan of Purulia (T) P.S. to take up the Investigation/transferred to P. S. .... on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

Signature/Thumb impression of the Complainant/informant
[Signature] 16-12-17

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with
Nitish Goswami 16/12/17
Name : NITISH GOSWAMI
Rank SI of Police Purulia (T) PS
Number if any Dist :- Purulia.

Officer-in-Charge
Purulia Town P.S.
Purulia

POLICE STATION * DIST: PURULIA (W.B)

প্রতি
ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক,
পুরুলিয়া সদর থানা,
পুরুলিয়া
মহাশয়,

আমি, শ্রীমতি মল্লিকা দাস, স্বামি-শ্রী তপন কুমার দাস, গ্রাম-সিধি, পোষ্ট-সিধি, থানা-জয়পুর(পুন্দাগ ফাঁড়ি), জেলা-পুরুলিয়া, বর্তমানে পিতৃগৃহ ধবঘাটা, পুরুলিয়া, পোষ্ট-নামোপাড়া, জেলা-পুরুলিয়া-তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া একজন পতিগৃহে নির্যাতিতা বধূ হিসেবে আপনার নিকট এই মর্মে অভিযোগ জানাচ্ছি যে, আমার বিবাহ সিধি নিবাসী শ্রী নবীন চন্দ্র দাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রী তপন কুমার দাসের সহিত গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে, বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ মোতাবেক প্রথমে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পুরুলিয়া জেলা সাব রেজিষ্ট্রারের অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। তারপর উভয়পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ০৯/০৫/২০১৪ তারিখে হিন্দুধর্মীয় বিধি ও আমাদের সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রকাশ থাকে যে, বরপক্ষের দাবী মত ৩ লক্ষ টাকা নগদ, ১ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপার গহনা, আসবাবপত্র, গোদি-বিছানা, ফ্রীজ(গোদরেজ), আলমারী(গোদরেজ), ওয়াসিংমেশিন(গোদরেজ), পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, টিভি ও অন্যান্য সামগ্রী যৌতুক হিসেবে বরপক্ষকে সামাজিক বিবাহের কয়েকদিন পুর্বে দেওয়া হয়। সামাজিক বিবাহের পরদিন অর্থাৎ ১০/০৫/২০১৪ তারিখে আমি আমার স্বামীর সহিত শ্বশুরবাড়ি সিধিতে যাই এবং ঐ দিন ই সিধিতে আমাদের বউভাত হয়। এরপর প্রথামত ১৩/০৫/২০১৪ তারিখে অষ্টমঙ্গলার উদ্দেশ্যে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন-ই আমার বাপের বাড়ি আসি এবং অষ্টমঙ্গলার পরের দিন ১৫/০৫/২০১৪ তারখে আবার স্বামীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাই। আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার স্বামী তপন কুমার দাস, শ্বশুর নবীন চন্দ্র দাস, শাশুড়ি ঝুলা দাস ছাড়াও আমার এক ডিভোসী ননদ অন্জনা দাস থাকে। প্রকাশ থাকে যে আমার বিবাহের আনুমানিক ছয় মাস পর আমার উক্ত ননদ পুনর্বার অসীম কুমার ওঝা নামক এক ব্যাক্তি কে বিবাহ করে এবং উক্ত ব্যাক্তি ও তাদের বিবাহের পর আমাদের বাড়িতে থাকতে শুরু করে।

অষ্টমঙ্গলার পর আমি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতেই আমার স্বামি, শ্বশুর শাশুড়ি ও উক্ত ননদ আমাদের বাড়ি থেকে দেওয়া গহনা, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর মান নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করে। তারা সকলেই আমার বাবা-মার নামে নানান কটূ কথা বলতে থাকে এবং তাদের অনুরূপ আচরন এরপর প্রায়ই আমাকে সহ্য করতে হত। আমার শাশুড়ি ননদ প্রায়ই ছোট খাট গৃহস্থালির কাজের ব্যাপারেও আমার সাথে ঝগড়া করত এবং অনেকসময় আমার গায়ে হাত ও তুলত। আমার স্বামি ও শ্বশুরমশাই কেওই তাদের ঐরূপ আচরনের প্রতিবাদ করতেন না, উল্টে আমাকেই দোষারোপ করতেন। আমার স্বামী রেলের অ্যাসিস্ট্যন্ট ড্রাইভার হিসাবে খড়গপুরে পোস্টেড আছেন। তিনি মাঝে মাঝেই গ্রামের বাড়িতে আসতেন তখন তাকে আমি শাশুড়ি ও ননদের ঐরূপ দুর্ব্যাবহারের কথা জানালে তিনি আমাকেই বকাবকি করতেন এবং বলতেন যে ওরা যা বলবে তাই যেন আমি মেনে চলি। আমি বাধ্য হয়ে সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতাম। সেইসময় আমার শ্বশুরবাড়ির কাজের মেয়েটিকে তারা ছাড়িয়ে দেয় ফলে বাড়ির সমস্ত কাজ আমাকেই করতে হত। আমার খাওয়া-দাওয়া ও শারীরিক যত্নের প্রতি ও তাদের কোনরুপ আগ্রহ ছিল না যার ফলে আমি কিন্তু তাদের অত্যাচারে আমি শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি ও একদিন দুপুরবেলা বাড়ির কাজ করার সময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আমার শাশুড়ি আমার স্বামী কে ফোন করেন ও আমার স্বামি তখন ফোন করে আমার বাবাকে সিধিতে এসে আমাকে পুরুলিয়াতে নিয়ে যেতে বলেন। পরের দিন সকালবেলায় আমার বাবা ভাঁড়াগাড়ি করে সিধিতে পৌছায় তখন আমার শাশুড়ি ও আমার ননদ আমার প্রসঙ্গ তুলে আমাকে ও আমার বাবাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আমার বাবা কোনরূপ প্রতিবাদ না করে আমার শাশুড়ি ও ননদের কথামত আমাকে নিয়ে কিছুক্ষনের মধ্যেই পুরুলিয়াতে চলে আসেন এবং আমার চিকিৎসা করান। চার-পাঁচদিন পর আমার বাবা আমাকে শশুরবাড়ি পৌছে দিয়ে আসেন। এর কিছুদিন পর আমার স্বামী আমার শাশুড়ির কথামত আমাকে

মল্লিকা দাস
16.12.17

খড়গপুরে নিয়ে যান। আমি আশা করেছিলাম যে এরপর আমার স্বামীর আচরনে কিছু পরিবর্তন আসবে কিন্তু খড়গপুরেও আমার স্বামির অত্যাচারের মধ্যেই আমাকে দিন কাটাতে হত। আমি এরপর ২০১৪ সালের, নভেম্বর মাসে আমি অন্তঃসত্তা হই এবং সেকথা জানতে পেরে আমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সকলেই আমাকে গর্ভপাত করবার জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। আমি রাজী না হওয়ায় আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশই বাড়তে থাকে। এরফলে আমি ভীষনভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হয়ে পড়ি এবং কিছুদিনের মধ্যেই আমার গর্ভপাত হয়ে যায়। এই খবর পেয়ে আমার বাবা, মা ও দিদা খড়গপুরে আসেন। তাদের আসাতে আমার স্বামি ভীষনভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং তা বুঝতে পেরে আমার বাবা, মা ও দিদা পরের দিন সকালেই পুরুলিয়া ফিরে যান। আমি কষ্টের মধ্যেও খড়গপুরে থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে ২০১৫ সালের, জুন মাসে আমি আবার অন্তঃসত্তা হই। এ খবর পেয়ে আমার স্বামি আমার বাবাকে ফোন করে আমাকে নিয়ে যেতে বলে এবং সেই অনুযায়ী আমার বাবা আমাকে নিয়ে পুরুলিয়া ফিরে আসেন। তখন আমি ৩ মাসের গর্ভবতী। আমার বাবা আমার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যাবস্থা করেন এবং গত ১১/০১/২০১৬ বোকারো নার্সিং হোমে আমার একটি কন্যা সন্তান হয়। নার্সিহোমের যাবতীয় খরচ আমার বাবা ই বহন করে। পরে নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়ে আমার বাবা আমাকে পুরুলিয়া তে নিয়ে আসেন। পুরুলিয়াতে থাকাকালীন আমার স্বামী বা আমার শ্বশুরবাড়ির কেও ই আমার বা আমার মেয়ের কোনরপ খোঁজখবর নেননি। বাধ্য হয়ে আমার বাব-মা আমাকে ও আমার মেয়েকে খড়গপুরে পৌছে দেন। তখন আমার মেয়ের বয়স চার মাস। এইসময় আমার স্বামী আমার বাবার কাছে অতিরিক্ত পণবাবদ গাড়ি কেনার জন্য আরো ১ লক্ষ টাকা দাবী করে এবং এও বলে যে টাকা না দিলে সে আর আমাদের রাখবে না। বাধ্য হয়ে আমার বাবা নগদ ১ লক্ষ টাকা সেই বছর দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে আমার স্বামি কে দিয়ে যান। এরপরও আমার স্বামীর অত্যাচার এবং আমার ও আমাদের মেয়ের প্রতি অবজ্ঞা যথারীতি চলতে থাকে। ঐখানে থাকাকালীন আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মাঝে মাঝে ঐখানে আসতেন এবং তারা সকলে মিলে আমার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতেন। এরপর গত ২১/০৯/২০১৭ রাত্রে আন্দাজ ৯-১০ টা নাগাদ আমার স্বামী ও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি আমাকে ভিষণভাবে মারধর করেন এবং আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আমি অত্যাচার সহ্য করেও কোনমতে রাতটুকু সেখানে কাটায় এবং সুযোগ বুঝে আমার বাবাকে ফোন করে সবকিছু জানায়। পরেরদিন সকালে আমার বাবা ও দিদা সাধনা দাস খড়গপুরে যায়। সেখানে আমি বাবা-~~মা~~ ও দিদা কে ঐ অত্যাচারের কথা এবং প্রানহানির আশংকা জানাই, সেইসময় আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমার বাবা ও দিদা কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তারা আর কোনভাবেই আমাকে ও আমার মেয়েকে সেখানে রাখবে না এবং এও বলে যে তারা আমার স্বামীর অন্যত্র বিয়ে দেবে। বাধ্য হয়ে বাবা ও দিদা আমাকে ও আমার মেয়েকে নিয়ে পুরুলিয়া ফিরে আসেন। সেইদিন থেকেই আমি আমার বাপের বাড়িতে আছি এবং আমার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেও-ই আমার সাথে আর যোগাযোগ করেনি । প্রকাশ থাকে যে আমার সমস্ত গহনা আমার শাশুড়ি রেখে নিয়েছেন। আমার বাব-মা আমার স্বামী কে আমাদের নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলে আমার স্বামী সরাসরি অস্বিকার করে এবং প্রায় ই আমাকে ফোন মারফৎ ডিভোর্স -এ সম্মত হতে চাপ দিয়ে চলেছে যার ফলে আমি পুরুলিয়াতে থেকেও মানসিক ভাবে বির্পযস্ত হয়ে পড়েছি।

এমতাবস্থায় প্রার্থনা এই যে, ঘটনার পুর্নাঙ্গ তদন্তমতে আসামীদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহনের মর্জ্জি হয়।

বিনীত

ইতি- [signature]

16-12-17

Received on 16/12/17 at 19:15 hrs. and started Purulia (T) P.S Case No- 199/17 dated- 16/12/17 u/s- 498A/506 IPC

তারিখঃ 16.12.17

Nitish Goswami
SI of Police
Purulia (T) P.S.
16/12/17

Officer-in-Charge
Purulia Town P.S
Puruli●